OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 809 - 820
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

শিক্ষাবিদ ড. ত্রিগুণা সেন : জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের উত্তরসাধক

কুন্তল দেবনাথ
স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : kuntaldebnath467@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Dr. Triguna Sen, movement, National Council of Education, Bengal Technical Institute, College of Engineering and Technology, Jadavpur University, National Education Policy-1968, Language.

Abstract
Dr. Triguna Sen was a well-known educationist, political activist, and social worker, Above all, he was a successor to the National Education Movement, One of the main objectives of the movement was education in the mother tongue. He was born in Assam, on December 24, 1905. He received a degree in mechanical engineering from the Bengal Technical Institute (BTI) under the National Council of education, Bengal in 1926 and a doctorate from the Technical University of Munich in 1933. He jumped into India's freedom struggle while still a student. His association with revolutionary groups like Anushilan Samiti and Jugantar Dal easily brought him to the attention of the British government, which resulted in his imprisonment and expulsion from Bengal. Dr. Sen spent a large part of his life in Jadavpur, during which time he played a significant role in transforming the College of Engineering and Technology (CET) into a full-fledged university. Dr. Sen made the university that pioneers of the national education movement, including Satish Chandra, dream of a reality. He then served in Smt. Indira Gandhi's cabinet, first as the Minister of Education and later as the Minister of Petroleum and Chemicals—above all, his important contribution to the formulation of the National Education Policy of 1968 is well known. As Minister of Petroleum and Chemicals, he tackled the question of nationalization of the oil and pharmaceutical industries. He was devoted to the independent language and identity of the Bengalis. Therefore, he played a leading role in the Bangladesh independence movement in 1971. Additionally, he enjoyed Bengali literature and culture and funded numerous institutions and cultural endeavors. He worked for the development of education until the end of his life. In the present article, through a discussion of his life, we will try to understand how the continuity of the education movement played a leading role in the development of the country's educational infrastructure.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ভূমিকা - সালটা ১৯০৫। লর্ড কার্জনের বাংলা ভাগের প্রতিবাদে উত্তাল দেশপ্রেমিকরা। ইতিমধ্যেই জাতীয় আন্দোলনের পাশাপাশি 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলন বিকাশ লাভ করেছিল। মাতৃভাষায় শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়েছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জি, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই ধারাবাহিকতার প্রথম মহান গঠনমূলক প্রচেষ্টা ছিল ১৯০৫ সালে স্থাপিত 'National Council of Education', Bengal.[১] ১৯১০ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পরিচালনা করে। অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার, তাঁর 'Education for Industrialisation' গ্রন্থে কলেজের ছাত্রদের 'যাদবপুরিয়ান'[২] (Jadavpurians) বলে প্রশংসা করেছেন এবং ভবিষ্যৎবাণী করেছেন যে, তারা "বৃহত্তর যাদবপুর এবং বৃহত্তর বাংলার, প্রকৃতপক্ষে, বৃহত্তর ভারতের স্থপতি" হবেন।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য শিক্ষাবিদ ড. ত্রিগুণা সেন নিজে একজন 'যাদবপুরিয়ান'। তিনি ছাত্র, শিক্ষক এবং পরে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসাবে একটি গৌরবময় ভবিষ্যতের কল্পনা ও নির্মাণ করেছিলেন। ফলস্বরূপ ১৯৫৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। বিনয় কুমার সরকারের ভবিষ্যৎবাণী এভাবেই সত্য হয়েছিল— যাদবপুর 'বৃহত্তর যাদবপুর' হয়ে উঠেছিল। তবে, বিনয় সরকারের কল্পনার চেয়ে এটি আরো বৃহৎ ছিল, কেননা অধ্যাপক সরকারের কল্পনামতো এটি কেবলমাত্র একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবেই বিকশিত না হয়ে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ভারতের শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে। যাইহোক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ড. সেনের টুপিতে একমাত্র পালক ছিল না।

তিনি ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং পরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৬৮ রূপায়ণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন।[৩] ড. সেনের এই বহুমুখী কর্মকাণ্ড ও সাফল্য, তাঁর সৃজনশীল কল্পনাশক্তি এবং সাংগঠনিক দক্ষতার পরিচয় দেয়।

কর্মধারার প্রেক্ষাপট - স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি স্লোগান তুলেছিলেন: 'Agitate', 'Education' এবং 'Organize'[৪]; অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে (বঙ্গভঙ্গ) আন্দোলন করা, ছাত্রদের জাতীয় ধারার শিক্ষা দেওয়া এবং NCE, Bengal-কে সংগঠিত করা। বঙ্গভঙ্গের কারণে স্বদেশী আন্দোলন এবং বয়কট আন্দোলনের যে সূত্রপাত ঘটেছিল, তারই ফলশ্রুতিতে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল'-এর ভিত্তি তৈরি হয়েছিল।[৫] তবে, বঙ্গভঙ্গ NCE প্রতিষ্ঠার পেছনে তাৎক্ষণিক কারণ হিসাবে কাজ করেছিল, এর প্রেক্ষাপট রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বাংলার নবজাগরণের গর্ভ থেকে[৬] এবং বঙ্গভঙ্গের ফলে বাংলার বুদ্ধিজীবীরা তাদের এতদিনকার সংগ্রামকে জাতীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ না থাকলেও, যে ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা তাঁর জীবন ও কর্মধারার গতিপথ নির্ধারণের প্রেক্ষাপট হিসাবে সংক্ষিপ্তভাবে এই প্রসঙ্গে আলোচনার যৌক্তিকতা অবশ্যই আছে।

প্রথমদিকে ইংরেজি মাধ্যম ছাড়া উচ্চ শিক্ষা ছিল প্রায় অসম্ভব, জনগণের ভাষাগুলি তখনও অপরিণত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সাহিত্যিকদের হাত ধরে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়ে উঠেছে। তবে একদিকে ব্রিটিশ সরকারের অনিচ্ছা এবং অন্যদিকে 'ভিক্টোরিয়' আদর্শের প্রতি অনুপ্রাণিত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের অনীহার কারণে বাংলা মাধ্যম চালু হল না। তাসত্ত্বেও উনিশ ও বিংশ শতকের কয়েকজন মনীষী বাংলা ভাষায় শিক্ষা সমর্থন করেন এবং বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেন। লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক-এর সময় বা তারও আগে থেকেই আমাদের দেশে প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা সমালোচিত হতে থাকে।[৭]

এ দেশের পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সূচনা থেকেই ইংরেজিতে উচ্চ শিক্ষা ছিল মূলত ভাষা ও সাহিত্যচর্চা মূলক। ১৮২৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রামমোহন রায় বড়লাট লর্ড আমহার্স্টের কাছে তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছেন যে, আমাদের প্রয়োজন— 'Useful Science' — 'আবশ্যকীয় বিজ্ঞান শিক্ষা'।[৮] তবে কর্তৃপক্ষ সেদিন তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছিলেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৮৪০ সালে যুবকদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্য নিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবর্তন করলেন 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা'।[৯] এক্ষেত্রে নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল স্কুল'[১০] (১৮৭০) প্রথম একটি জাতীয়তাবাদী উদ্যোগ। ১৮৮৭ সাল থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের প্রায়-বার্ষিক প্রস্তাবমালা।[১১] যার লক্ষ্য ছিল দেশীয় ভাষায় শিক্ষার জন্য আন্দোলন।

উনিশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার দাবি প্রবল হয়ে ওঠে।, প্রথম ভারতীয় উপাচার্য গুরুদাস ব্যানার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে (১৯৯০-৯২) শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন।[১২] বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায়[১৩] এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও মাতৃভাষার স্বপক্ষে জোরালো সাওয়াল করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের'[১৪] প্রবন্ধটি ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার খামতি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯০১ সালে শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়'[১৫] প্রতিষ্ঠা করেন।

সতীশচন্দ্র মুখার্জীও সমসাময়িক ইংরেজি শিক্ষার দুর্বলতা এবং কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তাই তিনি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় শিক্ষাব্রতীরা তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকে "Over-literary, all-too-academic, unscientific and unindustrial"[১৬] বলে আক্রমণ করেছিলেন। ১৮৯৭ সাল থেকে তিনি 'ডন পত্রিকা'র মাধ্যমে শিক্ষা সম্বন্ধে স্বদেশী ধারণার প্রচার চালান।

ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তার প্রথম ধাক্কায় স্বভাবতই জোর পড়েছিল স্বাধীন শিক্ষার উপর। ১৯০৫ সালের অক্টোবর, নভেম্বরে কার্লাইল সার্কুলার ও লায়ন সার্কুলারের হাত ধরে আন্দোলনরত ছাত্র-যুবদের উপর উপনিবেশিক দমনপিরনের খড়্গ নেমে আসলে[১৭] বিকল্প জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি করে অনুভূত হতে লাগলো— এই রকম পরিস্থিতিতে রংপুরে প্রথম একটি 'ন্যাশনাল স্কুল'[১৮] গড়ে উঠেছিল। এরই চূড়ান্ত পরিণতিতে ১৯০৫ এর ১১ই মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। এইভাবে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর ভাষায়, -

> "The first great constructive effort of the swadeshi movement… the eldest and the firstborn progeny of the swadeshi cause,"[১৯]

NCE, Bangal-এর ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে 'সজীব মঙ্গল'[২০] বলে অভিহিত করেছিলেন। এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল, To Organize a System of Education– 'Literary, Scientific and Technical on National Lines and Under Exclusively National Control'।[২১]

গঠিত হলো জাতীয় কলেজ। তবে প্রথম থেকেই পরিষদের পরিচালক বর্গের মধ্যে একাডেমিক বিতর্ককে[২২] কেন্দ্র করে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একদল সম্পূর্ণ শিক্ষাক্রম সমন্বিত 'National College'; অন্যদিকে তারকনাথ পালিত, নীলরতন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'Society for the Promotion of Technical Education' (SPTE) দ্বারা পরিচালিত 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' (BTI) তাদের সমান্তরাল অস্তিত্ব বজায় রাখে।[২৩] যদিও পরবর্তীকালে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে এই দুটি প্রতিষ্ঠান ঘটনার চাপে—যেমন স্থানাভাবে—একত্র হয়ে যেতে বাধ্য হয়।[২৪] তবে কালক্রমে জাতীয় কলেজটি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং BTI অনেকাংশে সফল হয়েছিল। কেননা লোকের বেশি আগ্রহ ছিল ব্যবহারিক টেকনিক্যাল শিক্ষার দিকে, বাস্তব প্রয়োজনের দিকে।

তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 'পরিষদ' সরকারকে যুদ্ধোপযোগী সমরাস্ত্র দিলে ব্রিটিশ সরকারও প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়টির প্রতি এতদিনকার ক্ষোভ পরিত্যাগ করে কিছুটা নরম মনোভাব গ্রহণ করে।[২৫] এ প্রসঙ্গে অমিত ভট্টাচার্য বলেছেন, NCE-র পুরোধা ব্যক্তিদের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট উপনিবেশিক সরকার-বিরোধী মনোভাব ছিল; অন্যদিকে সরকারের প্রতি SPTE-র মনোভাব ছিল মূলত সহযোগিতামূলক।[২৬] তাই বলে আমরা কখনো এই সিদ্ধান্ত নিতে পারি না যে, জাতীয় প্রকৌশল কলেজ তার ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব পুরোপুরি বর্জন করেছিল। কেন না ত্রিগুণা সেনের মত এই কলেজের বহু ছাত্র পরবর্তীকালে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ঠিক এই রকম একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আমাদের আজকের আলোচ্য ড. ত্রিগুনা সেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্তর্গত 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' (BTI)-এর সঙ্গে যুক্ত হন— প্রথমে ছাত্র, পরে শিক্ষক এবং আরো পরে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রতিষ্ঠানটির প্রধান হিসাবে। ড. সেনের কর্মবহুল জীবন ও সম-সময় নিয়ে আলোচনা হেতু আমরা তাঁর শৈশবকাল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতেই পারি।

স্বদেশব্রতী শিক্ষার্থী - ১৯০৫ সালের ২৪ শে ডিসেম্বর আসামের একটি ডাকঘরে ত্রিগুণা চরণ সেন জন্মগ্রহণ করেন— বাবা ও মায়ের নাম যথাক্রমে গোলকনাথ সেন এবং সুশীলাসুন্দরী দেবী। তাঁর মামা ছিলেন প্রখ্যাত I.C.S তথা ব্রতচারী আন্দোলনের প্রাণপুরুষ গুরুসদয় দত্ত। গুরুসদয়ের উদ্দীপ্ত জাতীয়তাবাদ তরুণ ত্রিগুণার বাল্যজীবনের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।[২৭] তিনি ১৯২১ সালে শিলচর সরকারি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষা এবং ১৯২৩ সালে বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে আই. এস. সি. পরীক্ষা পাশ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের যাদবপুরে অবস্থিত কলেজে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হন। ফলে শুরু হল ড. সেনের কলকাতা জীবন। তাঁর আগ্রহের কারণেই জাতীয় কলেজের 'স্বদেশী চেতনা' তাঁর মধ্যে অতি দ্রুত সঞ্চারিত হয়। বিশেষ করে যেভাবে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক এই কলেজের ডিপ্লোমাকে স্বীকৃতি না দেবার ঘটনা[২৮] অন্যান্য দেশপ্রেমিকদের মত তাঁকেও বিচলিত করেছিল। অথচ এই কলেজের কৃতি ছাত্ররা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গেই গবেষণা বা কাজ করার সুযোগ পেত।[২৯]

ইতিমধ্যেই শিলচরে থাকাকালীন তিনি জাতীয় আন্দোলনের গুঞ্জন শুনেছিলেন। ফলে কলকাতায় এসে বিভিন্ন দেশপ্রেমিক দল ও কর্মীদের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন।[৩০] একজন স্বদেশ প্রেমী হিসাবে তিনি তাঁর শিক্ষায়তন হিসাবে BTI-কে বেছে নিয়েছিলেন। কেননা এই প্রতিষ্ঠানটি শ্রী অরবিন্দ এবং রাসবিহারী ঘোষের মত দেশপ্রেমিকদের নামের সাথে যুক্ত ছিল।[৩১] এই সময়কালেই তিনি তাঁর বিশেষ বন্ধু প্রথম চক্রবর্তীর মাধ্যমে বিপ্লববাদী অনুশীলনী সমিতির কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।[৩২] জানা যায় তিনি এই সময় যুগান্তর দলের হুগলি গোষ্ঠীর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।[৩৩] স্বভাবতই তখন থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দৃষ্টি তাঁর উপরে পতিত হয়— পরবর্তীকালে এই জন্য তাঁকে অনেক দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিষয়ে আমরা আবার পরে আলোচনা করব।

ড. সেন ১৯২৬ সালে BTI থেকে তিনি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন এবং পরের বছর (১৯২৭) ওই কলেজেই একজন 'ইনস্ট্রাক্টর'[৩৪] হিসেবে যোগ দেন এবং সেখানে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি ওই বছরই বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট (BTI)-এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয়— কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (CET)। জাতীয় কলেজের কর্তৃপক্ষ সবসময় চাইতেন যে তাদের শিক্ষকেরা বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে আরো দক্ষ হয়ে উঠুক।[৩৫] কেননা তখনও ভারতবর্ষে ইংরেজিতে উচ্চশিক্ষা ছিল মূলত সাহিত্যচামূলক। কর্তৃপক্ষের এই অনুপ্রেরণা ত্রিগুণাবাবুর মধ্যেও সঞ্চারিত হয় এবং তিনি 'ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট'[৩৬] থেকে বৃত্তি নিয়ে ১৯২৯ সালে জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

'S.S. Victoria' নামক বণিক জাহাজে যাত্রাপথে ত্রিগুণাবাবুর সঙ্গে বিখ্যাত দার্শনিক ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে পরিচয় হয়[৩৭] — আমরা পরবর্তীতে দেখব এই পরিচয় বারে বারে ত্রিগুণাবাবুর কার্যকলাপকে বহুলাংশে প্রবাহিত করেছিল। জার্মানিতে ডক্টরেট করার সময় তিনি বিদেশে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাথে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টায় কখনোই সরে আসেননি। মিউনিখে গবেষণার কাজ করার সময় ত্রিগুণার সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবী তারকনাথ দাস[৩৮] ও বিখ্যাত পন্ডিত বিনয় কুমার সরকারের যোগাযোগ তাঁর মনোবল বর্ধিত করেছিল। এই মনোবলের জোরেই তিনি জার্মানিতে তাঁর প্রয়োজনীয় বিধিবৎ কাগজপত্রে লিখতে অস্বীকার করেছিলেন যে, তিনি 'ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনাধীন'—জোড়ের সাথে বলেছিলেন, "No, I am an Indian, plane and simple", "neither more nor less"[৩৯]. যাইহোক তিন বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরুপ ১৯৩৩ সালে তিনি মিউনিখের টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন এবং ১৯৩৩ সালে ভারতে ফিরে আসেন।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জীবনের সংকটকালীন পর্ব - আমরা জানি তিরিশের দশকটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ থেকে অনুশীলন যুগান্তর দলের কার্যকলাপে তখন সারা বাংলা উত্তাল। যুবশক্তি তখন স্বাধীনতা লাভের স্বপ্নে উদ্বেল।[৪০] এই বিদ্রোহী মনোভাবকে দমন করার লক্ষ্যে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয় ছাত্র যুবদের। ছাত্রবয়স থেকেই অনুশীলন সমিতির মতাদর্শ বিশ্বাসী ড. সেন প্রবাসেও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। জার্মানি থেকে দেশে ফিরে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।[৪১] তাঁর এই সক্রিয়তাগুলির জন্য তৎক্ষণাৎ তাঁকে গ্রেফতার করলো ইংরেজের পুলিশ। প্রথমে বিভিন্ন পুলিশ লক-আপ তারপর প্রেসিডেন্সি জেল এবং অবশেষে তাঁকে বহরমপুর ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়।[৪২]

প্রায় এক বছর পর ত্রিগুণাবাবুর জেল থেকে মুক্তি ঘটলেও, শর্তসাপেক্ষে তাঁকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করা হয় এবং পুলিশি প্রহরায় তিনি আসামে প্রেরিত হন। সেই সময় পূর্ব পরিচিত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কাছে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ দেবার আবেদন জানান ড. সেন। রাধাকৃষ্ণান সম্মতি দিলেও, ত্রিগুণা সেনকে উপনিবেশিক সরকার বাংলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি, বরং তাঁকে 'Second Route'[৪৩] বেছে নিতে বলে। তবে আমরা জানি, আসাম থেকে বাংলা প্রবেশ না করে দক্ষিণ ভারত যাওয়া ছিল অসম্ভব। পরবর্তীকালে গুরুসদয় দত্তের অনুরোধে স্যার J.J. Ghandy ড. সেনকে জামশেদপুরের টাটা ইস্পাত কারখানায় একটি উচ্চপদস্থ চাকরির প্রস্তাব দিলে, তখনো একই কারণে তিনি প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে পারেননি।[৪৪]

শেষপর্যন্ত ১৯৪৩ সালে তৎকালীন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের কর্ণধার বিধানচন্দ্র রায় ও স্নেহাংশ আচার্য ত্রিগুণাবাবুকে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজির বিশেষ প্রশাসনিক অফিসার পদে[৫৫] নিয়োগ করেন। এক নামহীন লেখক জানিয়েছেন, তখন প্রতিষ্ঠানটি একটি বাস্তব সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল।[৪৬] শ্রী Y. V Naranje-র কাছে ড. সেনের লেখা একটি চিঠি থেকে জন্য যায়, নিজের 'Alma mater'-এর কাজে যোগ দিতে এবার তিনি ইংরেজ সরকারের বাংলায় প্রবেশ সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে[৪৭] যাদবপুরে এসে কাজে যোগ দেন। এরপর থেকে জীবন জুড়ে যাদবপুরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিই হয়ে দাঁড়ায় এই স্বদেশ ব্রতীর সাধনক্ষেত্র। তারপর থেকে প্রতিষ্ঠানের সমস্যাগুলি অনেক কমে গিয়েছিল এবং যাদবপুর কলেজ এবার থেকে বিপর্যয়ের দিকে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের দিকে যাচ্ছিল।

কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির কর্ণধার - ১৯৪৩ সালে ত্রিগুণা সেন যখন বিশেষ প্রশাসনিক অফিসার হিসাবে যাদবপুর কলেজে যোগদান করেন, দেশে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রযুক্তিশিক্ষা অতি প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ সরকারের। যুদ্ধের প্রয়োজনেই যাদবপুরে যুদ্ধ প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল এবং তৈরি হল 'Manufacturing Department'[৪৮] — সরকার নিজের প্রয়োজনেই এই বিভাগের দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিল। এছাড়া সরকার ১০৪ জন শিক্ষার্থীর বিশেষ শিক্ষণের ক্ষেত্রেও সহায়তা করেছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করছি, ওই সময় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিকটবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত গোপাল হোসিয়ারি কোম্পানির কাছে সরকার সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অর্ডার দিলে এই স্বদেশি শিল্প সংস্থা কিন্তু চাপের মুখেও সরকারের এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি।[৪৯] বলাই যায় একই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে একই অঞ্চলের অন্তর্গত যাদবপুর ও গোপাল হোসিয়ারি দুটি বিপরীত ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

নতুন উদ্যমে পথ চলা যাদবপুরের জাতীয় কলেজ তার প্রথম সমাবর্তনে মিলিত হলো ১৯৪৪-এ। সেই বছরই ৮০০ টাকা মাসিক বেতনে ত্রিগুণা সেন কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হলেন।[৫০] তাঁর প্রচেষ্টাতেই ওই বছরে এতদিনকার 'ডিপ্লোমা' প্রদানকারী কলেজ ইঞ্জিনিয়ারিং 'ডিগ্রী' কলেজে রূপান্তরিত হল।[৫১] অগ্রগতির নতুন পথের নব কর্ণধার হিসাবে ড. সেন কলেজের Alumni Association, ব্যক্তিগতভাবে প্রাক্তন ছাত্র, পৌরসভা, সরকার সবার কাছে কলেজের উন্নতির জন্য সাহায্যের আহ্বান জানালেন।[৫২] অনেকটা সফলও হলেন এই কাজে। তাছাড়া তিনি ১৯৪৫ সালের ২৮ অক্টোবর ইন্দোরে গোবিন্দরাম সাক্সেরিয়া চ্যারিটি ট্রাস্টের সম্পাদকের সাথে দেখা করেন, যাতে তাদের তহবিল থেকে যাদবপুর কলেজের জন্য যথেষ্ট অনুদান পাওয়া যায়[৫৩] এবং নিজেও ১৯৪৬ সালে Alumni

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Associations-এর রজত-জয়ন্তীর বছরে ১,২৫০ টাকা অ্যাসোসিয়েশনকে দান করেন।[৫৪] তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাতেই প্রাক স্বাধীনতা পর্বে সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৪৪), জহরলাল নেহেরু ও জন মাথাই (১৯৪৫)-এর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ যাদবপুর কলেজের সমাবর্তনে অংশ নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন।[৫৫]

মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ - শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, তিনি বিভিন্ন সামাজিক কর্মেও আত্মনিয়োগ করেন— ড. সেনের নেতৃত্বে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সমাজ সচেতন ছাত্ররা ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের সময়, দুঃস্থ মানুষদের খাদ্যের অভাব মোচনের জন্য কলেজে একটি ক্যান্টিন খুলেছিলেন।[৫৬] ১৯৪৬-এর 'কমিউনাল রায়তে'র সময় ড. সেন তাঁর ছাত্রদের নিয়ে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন—তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন যাদবপুরের ক্যাম্পাসে।[৫৭] তাছাড়া কলেজের 'ব্লু আর্থ' ওয়ার্কশপ নির্মাণে নিয়োজিত নোয়াখালীর ৯৩ জন মুসলমান শ্রমিককে ড. সেন ও তাঁর ছাত্ররা রক্ষা করার জন্য জীবনের ঝুঁকি পর্যন্ত নিয়েছিল।[৫৮] এই মানবিকতার ধর্মকেই তিনি আজীবন ছাত্রদের মনে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন কখনোই চাননি যে তারা শুধু ক্যারিয়ারিস্ট রোবটে পরিণত হোক।

১৯৪৭ সালে দেশ একই সঙ্গে বিভক্ত ও স্বাধীন হলো। নতুন আসার আলো জাগ্রত হল সর্বত্র। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও পেল সরকারি স্বীকৃতি। বিভিন্ন সময়ে এই ঐতিহ্যশালী কলেজ পরিদর্শনে আসলেন, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, নোবেল জয়ী চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ এমনকি লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[৫৯] ১৯৪৭-এ পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যখন কলকাতায় চলে আসে তখন ড. সেন শিয়ালদহ স্টেশনে শরণার্থী শিবিরে নিজের ছাত্রদের নিয়ে উদ্বাস্তুদের খাবার ও জল পরিষেবা প্রদান করেন।[৬০] পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায় তখন কলেজের মূল সংগঠন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি। সেই সময় তাঁর উৎসাহে ও কলেজের অধ্যক্ষ ত্রিগুণা সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদের জন্য তিন বছরের 'Overseers Course'[৬১] চালু হল। সমাজ সচেতনতার নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করল যাদবপুরের জাতীয় কলেজ। ক্যাম্পাসের বাহিরে ও পার্শ্ববর্তী উদ্বাস্তু অধ্যুষিত অঞ্চলে উচ্চ শিক্ষার প্রসারে তৎপর হলেন ত্রিগুণা সেন, বিশেষ করে স্থানীয় বিজয়গড় কলেজের কর্মসমিতির সহ-সভাপতি হিসেবে ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের থেকে অর্থ আদায়ের সাহায্য করে মহাবিদ্যালয়টির উন্নতি সাধনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন।[৬২] মূলত উদ্বাস্তুদের কারিগরি বিদ্যায় দক্ষ করার প্রয়োজনেই ড. সেনের প্রচেষ্টাতেই যাদবপুর ক্যাম্পাসে গড়ে উঠলো যাদবপুর পলিটেকনিক। এখান থেকে ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের 'ডিগ্রী' অর্জনের সুবিধার্থে যাদবপুর কলেজে স্থাপিত হল সন্ধ্যা কোর্স। একই প্রাঙ্গণে ক্রমশ গড়ে তোলা হল প্রিন্টিং টেকনোলজির কলেজ, সেন্ট্রাল গ্ল্যাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের মতো প্রতিষ্ঠান। ড. সেনের হাত ধরে কলেজটি চলতে লাগলো অগ্রগতির নতুন পথে। এই কলেজকেই M. Fouchet (ফ্রান্সের) পশ্চিম বিশ্বের মহান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর সমতুল্য বলে অভিহিত করেছিলেন।[৬৩]

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম রূপকার - প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু স্বাধীন ভারতের সমসাময়িক সমস্যাগুলি সমাধান প্রকল্পে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা উপর পূর্ণ প্রত্যয় জ্ঞাপন করেন।[৬৪] নবগঠিত রাষ্ট্রের পরিকাঠামগত উন্নয়ন প্রভৃতির লক্ষ্যে দেশের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি কর্মীদের প্রশিক্ষণকে সংগঠিত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়— স্থাপিত হতে থাকে 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি' (I.I.T)-র মত বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

সারাদেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্য থেকে স্বাভাবিকভাবেই বাদ যায়নি যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মত জাতীয় ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও। ১৯৫৫ সালের মধ্যে সি.ই.টি দৃঢ়ভাবে দেশের শিক্ষার মানচিত্রে নিজেকে তুলে ধরেছিল। কিন্তু N.C.E-র প্রতিষ্ঠাতাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন অপূর্নই থেকে গেল— স্বপ্নদর্শী ড. সেনেরও বহুদিনের স্বপ্ন ছিল, যাদবপুরকে সুষম জাতীয় শিক্ষার আঙ্গিকে কলা, বিজ্ঞান, কারিগরি শাখা সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে N.C.E-কে ঘিরে থাকা দুটি প্রধান সমস্যা—তহবিলের অভাব এবং রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির অভাব ইতিমধ্যেই অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছিল— ইতিপূর্বেই তা আমরা আলোচনা করেছি। তবুও বিদেশে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হত। কারণ কাউন্সিল ডিগ্রি প্রধানের আইনগত ক্ষমতাপ্রাপ্ত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ছিল না।[৬৫] আবার কাউন্সিলের স্বতন্ত্রতা এবং এর ঐতিহ্যের কারণে এর কর্তৃপক্ষ সমসাময়িক কোন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে N.C.E-র অন্তর্ভুক্তি লাভের কথা ভাবতে পারেনি। এইসব কারণের জন্যই ১৯৫৪ সালের আগস্টে ত্রিগুণা সেন-সহ N.C.E কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়ার জন্য আবেদন করে। ইতিমধ্যেই ১৯৪৯ সালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশনের চেয়ারম্যান সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের কাছ থেকে যাদবপুরের CET-কে বিশ্ববিদ্যালয় পরিণত করার সুপারিশ আসে।[৬৬]

শেষপর্যন্ত ১৯৫৫ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা N.C.E-র সভাপতি ড. বিধানচন্দ্র রায় বিধানসভায় 'যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল' উত্থাপিত করেন। বিলে পরিষ্কার যে, 'An act to establish and incorporate a university at Jadavpur in the district of 24-parganas in West Bengal'।[৬৭] বিলটি বিধানসভার অন্যান্য সদস্য, বিশেষ করে অতীন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল ভট্টাচার্য, হরিপদ চ্যাটার্জী[৬৮] প্রমুখের বিরোধিতা সত্বেও পাস হয়ে যায়। সতীশচন্দ্র মুখার্জি-সহ NCE-র পুরোধা ব্যক্তিরা যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার সফল সমাপ্তি পর্বে আমরা দেখি ত্রিগুণা সেনকে।

অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য বলেছেন, দুটি উপাদান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার পিছনে কাজ করেছিল। প্রথম উপাদান স্বয়ং অধ্যাপক ত্রিগুণা সেন, যিনি ১৯৪৪ সালে CET-র প্রিন্সিপাল ও কর্ণধার হয়েছিলেন। দ্বিতীয় উপাদান ওই একই বছরে ডা. বিধানচন্দ্র রায় NCE-র সভাপতি হন এবং ১৯৪৭ (১৯৪৮) সালে তিনি নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন।[৬৯] এর আইনি দিকটি সামলেছিলেন বিধানচন্দ্র রায় এবং ত্রিগুণা সেন যাদবপুর কলেজকে তিনটি ফ্যাকাল্টি— আর্টস, সায়েন্স এবং ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গঠিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে সব্যসাচীর ভূমিকা পালন করেন।

খুব স্বাভাবিকভাবেই এই নব প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর বা উপাচার্য পদে নিযুক্ত হলেন ত্রিগুণাবাবু। প্রথম থেকেই কলা, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি সমন্বিত একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলাই ছিল ত্রিগুণা সেনের লক্ষ্য। এই লক্ষ বাস্তবায়নের সাথী হিসাবে তিনি ইতিমধ্যেই পেয়েছিলেন রেজিস্ট্রার প্রবীর চন্দ্র বসুমল্লিক, গোপাল চন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র গুহ এবং হীরালাল রায়ের মতো শিক্ষকদের। আগে থাকতেই প্রকৌশল বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, তাই কলা ও বিজ্ঞান বিভাগকে প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ড. সেন যেমন তুলনামূলক সাহিত্য বা ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের[৭০] মত নতুন বিষয় সমূহ চালু করলেন, তেমনি দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গকে শিক্ষক হিসাবে যোগদানের আহ্বান জানালেন তিনি। এদের মধ্যে আমরা অমর্ত্য সেন, বুদ্ধদেব বসু, সুশোভন সরকার প্রমুখের নাম করতে পারি।[৭১] তাছাড়া বহিরাগত পরীক্ষার্থী এবং স্কুল ও কলেজে নিযুক্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা যাতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করতে পারে, তার জন্য তিনি একটি খন্ডকালীন 'Night Classes'[৭২] খোলার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক উপযোগীতার পরিসর প্রসারিত করেন।

যাদবপুরকে একটি এডুকেশনাল হাব হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ড. সেন সেখানে কে. জি. থেকে পি. জি. শিক্ষাক্রম প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেন। ফলে গড়ে ওঠে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়। ১৯৫৭ সালে গড়ে তোলেন যাদবপুর বিদ্যাপীঠ— ইউনিভার্সিটিরই ক্যাম্পাসে। ত্রিগুণা সেনের পরামর্শ অনুযায়ী লীলা চৌধুরী নামে এক শিক্ষানুরাগী মহিলাকে এই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।[৭৩]

জনজীবনের প্রতি ড. সেনের কর্তব্য ভিন্ন মাত্রায়ও প্রকাশ পায়। ত্রিগুণাবাবু ১৯৫৮ সালে কলকাতার মেয়র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন[৭৪]। ১৯৫৭ সালে কিছুদিন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর হিসাবেও কাজ করেন এবং পরে ১৯৬৩ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের সেন্ট্রাল বোর্ডের অন্যতম ডিরেক্টরও মনোনীত হয়েছিলেন।[৭৫] তবে, উপরোক্ত পথগুলিতে অধিষ্ঠান করলেও, তখনো যাদবপুরের উপাচার্য হিসাবে তিনি কাজ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৬৪ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত কোঠারি কমিশনের অন্যতম সদস্য[৭৬] হিসাবে কাজ করবার সময় এই সম্পর্ক বাস্তবত শিথিল হতে শুরু করে। বিশেষ করে কমিশনের বিভিন্ন সাব-গ্রুপ যথা 'Task force on Manpower' 'Task force on Professional', 'Vocational and Technical Education' (ড. সেন এই গ্রুপের Convener ছিলেন)-এর অন্যতম সদস্য[৭৭] হিসাবে তাঁকে এই সময় প্রায় সর্বক্ষণ পরিশ্রম করতে হত। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৬ সালে নীতিগত কারণে ত্রিগুণা সেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

পদ ছাড়লেন— কেননা শিক্ষা কমিশনে তাঁরই সুপারিশ ছিল, কোনও উপাচার্যেরই দশ বছরের বেশি ওই পদে থাকা উচিত নয়।[৭৮]

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য - যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোর পর, আরো বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে শরিক হয়ে পড়েন ত্রিগুণাবাবু। এরপর রামকৃষ্ণ মিশনের একটি স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য মনস্থির করলেও ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার, বিশেষ করে রাষ্ট্রপতি ড. রাধাকৃষ্ণানের বিশেষ অনুরোধে তাঁকে মদনমোহন মালব্য প্রতিষ্ঠিত বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (BHU)-এর ১১-তম উপাচার্যের দায়িত্ব নিতে হয়।[৭৯] বিশ্ববিদ্যালয়টি তখন প্রবল ছাত্র বিক্ষোভে উত্তাল। ইউনিভার্সিটি প্রবেশের মুখেই তিনি বিপুল সংখ্যক বিক্ষুব্ধ ছাত্রের সম্মুখীন হন। কিন্তু গভীর স্নেহ ও যুক্তিবাদী কথায় খুব শীঘ্রই তিনি ছাত্রদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন।[৮০] 'হিন্দি বলিয়ে', 'হিন্দি বলিয়ে' বলে যেখানে সর্বত্র চিৎকার ওঠে, সেই যুক্তপ্রদেশ, এখনকার উত্তরপ্রদেশে কিনা একজন বাঙালি পরিস্থিতির সামাল দিয়েছিলেন! এর উত্তর মিলবে অন্য পথে— উত্তর ভারতের উচ্চ পদাধিকারীদের মতো আভিজাত্যের ভান না করে ড. সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের সর্বত্র ঘুরে সবার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়টি শান্ত হয়ে যায়।

রাজ্যসভার সদস্য - এর পরেই ড. সেনকে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আহ্বানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদে শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তের পিছনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণানের ভূমিকা ছিল বলে অনুমিত হয়।[৮১] তাঁকে ত্রিপুরা থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। শিক্ষকমন্ত্রী হলে প্রথমেই তাঁর কাজ হয় কোঠারী কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ কতটা গ্রহণ/বর্জন করা হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এ বিষয়ে সংসদের সদস্যদের নিয়ে একটি খসড়া কমিটি গঠন করেন তিনি।[৮২] কমিটির সুপারিশ ও ত্রিগুণাবাবুর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আঞ্চলিক বা মাতৃভাষাকে সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নীতিগত ভাবে গৃহীত হয়।[৮৩]

তবে খুব বেশি দিন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর পদে তিনি থাকতে পারেননি। ইন্দিরা গান্ধী ১৯৬৯ সালে তাঁকে পেট্রোলিয়াম এবং রাসায়নিক, খনি ও ধাতু মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত করেন। তখন নির্বাচিত ফান্ডে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে টাকা দেওয়া হতো, যা ত্রিগুণা সেনের পক্ষে তা দেওয়া আদর্শ বিরোধী— তিনি তা দেননি। ফলে তাঁকে প্রথমে পেট্রোলিয়াম ও রসায়নিক দফতরের দায়িত্বে ও পরে মন্ত্রিসভা থেকেই বিদায়ের দেওয়া হয়।[৮৪] ১৯৬৯ সালে পেট্রোলিয়াম ও রাসায়নিক মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই ড. সেনকে তেল ও ওষুধ শিল্পের জাতীয়করণ প্রশ্নটির মোকাবিলা করতে হয়েছিল।[৮৫] অর্জুন অরোরা, ভূপেশ গুপ্ত, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জী, প্রমূখ সাংসদদের জাতীয়করণের দাবির মুখে ড. সেনকে অপ্রস্তুতিতে পড়তে হয়েছিল, কেননা ১৯৬০ ও ৭০-এর দশকের রাজনৈতিক অস্থিরতার[৮৬] দরুন ড. সেনের ওপর কংগ্রেসের চাপ ছিল।

১৯৭১-এর নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস চমকপ্রদ ফল করল। এই নির্বাচনের পর ত্রিগুণাবাবুরকে পুনরায় রাজ্যসভায় সাংসদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হল। তবে, মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়নি। তবে সম্ভবত সেরা দায়িত্বটিই তাঁর উপর অর্পিত হল — ভারত সরকারের হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন তিনি। ড. সেন ভারত সরকার ও পূর্ববঙ্গের মধ্যে সেতু বন্ধক হিসেবে কাজ করেছিলেন। ১৯৭১ সালের মে মাসে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূত হিসাবে ড. সেন আগরতলায় যান এবং শরণার্থী শিবির, ইয়ুথ ক্যাম্প পরিদর্শন করেন ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রে অনুষ্ঠান সম্প্রচার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন।[৮৭] কেন্দ্রীয় সাংসদ হিসেবে তাঁর কাজের মূল্যায়ন করতে গিয়ে কমিউনিস্ট সাংসদ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "বাংলাদেশের যখন অভ্যুত্থান হল, তখন তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের সবকিছু ছেড়ে দিয়ে যেভাবে নেমে সাহায্য করেছিলেন, অলিখিত সেই বিবরণ কেউ কোথাও পাবে না। ...তিনি চিরকালই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। সেই শ্রদ্ধার পরিমাণ আরো বহুগুণ বর্ধিত হয়েছিল বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের সময়ে।"[৮৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

নীরবতার দিকে - কংগ্রেসের সাথে বিরোধ ঘটায় ১৯৭৪ সালে সংসদীয় রাজনীতি পরিত্যাগ করে ড. সেন বৃহত্তর জনজীবন থেকে সরে আসেন এবং সবকিছু ছেড়ে প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসরণ করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, আধ্যাত্মিক গুরু আনন্দময়ী মায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তবে আনন্দময়ী মায়ের নির্দেশে তাঁর আশ্রম পরিচালিত বারাণসীর হাসপাতাল নির্মাণে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।[৮৯] দীর্ঘ ১৫ বছর পর কানখালের আশ্রম ত্যাগ করার পর ত্রিগুণাবাবু কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন থেকে অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশন ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নই তাঁর প্রদান ধ্যান-জ্ঞান। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েও সমাজের জন্য নিবেদিত প্রাণ ত্রিগুণাবাবু খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে জন্য তিনি নিরন্তর কাজ করে যান।[৯০] এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনের শেষে ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১১ জানুয়ারি তিনি প্রয়াত হন।

উপসংহার - ভারতের রাজনীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে ড. ত্রিগুণা সেন একটি সুপরিচিত নাম, যিনি শিক্ষার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে ছিলেন। কেননা তিনি মনে করতেন, সামাজিক রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রথম শর্ত উন্নত থেকে উন্নততর শিক্ষা। সুপরিচিত শিক্ষাবিদ হলেও, রাজনীতি ছিল তার অস্থি-মজ্জায়। ইতিমধ্যেই ছাত্র জীবন থেকেই তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন— যিনি তাঁর মাতৃভূমির মুক্তির জন্য ছিলেন স্বদেশব্রতী। তাঁর আগ্রহের জন্যই তৎকালীন বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতির সাথে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তাছাড়া কিছুকাল কলকাতার মেয়র হিসাবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেন। অবশেষে সংসদীয় রাজনীতিতে যোগদান করে বৃহত্তর কর্মযজ্ঞে শরিক হন। এই সময়কালে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি জাতীয় শিক্ষানীতি-১৯৬৮-র প্রণয়ন এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে আঞ্চলিক বা মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দান। তবে এই মানবতাবাদী কোনদিনই সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন থেকে সরে আসেননি। সর্বদাই নিজের বন্ধু, সহকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিভিন্ন সামাজকর্মে— তা বন্যা হোক, খরা হোক, কিংবা উদ্বাস্তুদের রিলিফের ব্যবস্থা করা। শেষ জীবন পর্যন্ত দেশের শিল্পায়ন, শিক্ষা বিস্তার ও বেকার সমস্যা দূরীকরণের জন্য তিনি চিন্তা করেছিলেন। সমাজের জন্য রেখে যান গভীর এক মূল্যবোধ। শেষ বিচারে তিনি ছিলেন আদ্যন্ত একজন স্বদেশব্রতী, সমাজব্রতী, মানবতাবাদী শিক্ষাবিদ, যিনি আজীবন জাতীয় শিক্ষার আদর্শের প্রতি নিবেদিত ছিলেন এবং এর আদর্শগুলি জীবনভর সমুন্নত রেখে দেশের শিক্ষা পরিকাঠামোর উন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন।

Reference:

১. Banerjee, Surendranath. “National Council of Education”, *The Dawn and Dawn Society’s Magazine,* ed. Satish Chandra Mukherjee, Vol. lX, Jadavpur University & NCE, Bengal, Kolkata, 2007, p.p. 227-28

২. sarkar, Benoy kumar. *Education for Industrialisation: An Analysis of the Forty years’ Work of Jadavpur College of Engineering and Technology (1905-45).* Chuckervertty chatterjee & Co. Ltd, Calcutta, 1946, p. 191

৩. *Report of the Committee of Members of Parliament on Education 1967.* Ministry of Education, New Delhi, 1967, Appendix 1, p. 54

৪. Chanda, Anuradha and Kunal Chattopadhyay (ed.). *Convocation Addresses of Jadavpur University 1956-1996,* Jadavpur University, Calcutta, 1997, p. 82

৫. Lal, Ananda, et al. *The Lamp in The Lotus: A History Of Jadavpur University.* Jadavpur University, Kolkata, 2005, p.1

৬. Mukherjee, Haridas and Uma Mukherjee, *The Origins Of The National Education Movement (1905-1910).* Jadavpur University, kolkata, 1957, pp. 3-4

৭. *Ibid,* p. 5

৮. Biswas, D. K. and P. C. Ganguli (ed.). *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy.* Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta, 1962, Appendix II, p. 458

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র (সম্পা.), *শ্রীমহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী,* বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৯২৭, পৃ.পৃ. ৬৫-৬২

১০. সরকার, সুশোভন, *ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ,* বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ৯।

১১. Besant, Annie. *How India wrought for Freedom: the Story of the National Congress Told from Official Records.* Theosophical Publishing House, Madras, 1915, p. 53

১২. Sarkar, Benoy Kumar. "Gooroodass Banerjee and the National Education Movement", *Sir Gooroodass centenary centenary commemoration volume,* ed. Anathinath Basu, University of Calcutta, Calcutta, 1948, pp. 162-63

১৩. Ray, Prafulla Chandra. *Life And Experiences Of A Bengali Chemist.* Chuckervertty chatterjee & Co. Ltd, Calcutta, 1923, p. 289

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "শিক্ষার হেরফের", *রবীন্দ্র রচনাবলী (১১খণ্ড),* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪৩৭-৪৫

১৫. মুখোপাধ্যায়, উমা ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ,* সরস্বতী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৬১, পৃ. ৭০

১৬. Mukherjee, Haridas & Uma Mukherjee. *op.cit.*, p. 7

১৭. *Amrita Bazar Patrika*, 25 October 1905

১৮. Mukherjee, Haridas and Uma Mukherjee. *op.cit.*, pp. 27-31

১৯. Banerjee, Surendranath. op.cit., pp. 227-28

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, "জাতীয় বিদ্যালয়" *রবীন্দ্র-রচনাবলী, (১৪ খন্ড)* পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলিকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩৩৫

২১. Haridas Mukherjee & Uma Mukherjee. *op.cit.*, p. 3

২২. *Ibid,* pp. 47-48

২৩. দে, রমাপ্রসাদ, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে,* বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ৭৭।

২৪. সুশোভন সরকার, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ১৬

২৫. Bagchi, Sasanka Shekar. The National Council of Education, Bengal, kolkata, 1956, p. 21

২৬. ভট্টাচার্য, অমিত, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাসে ও ব্যক্তিদর্পণে (১৯০৬-২০১৭),* সেতু প্রকাশনী, কলকাতা, ২০২৩, পৃ. ১৭

২৭. রহমান, আরিফুর (সম্পা.), "মুক্তিযুদ্ধের অন্য রণাঙ্গনে ত্রিগুণা সেন", *ঢাকা টাইমস,* (জুন ১, ২০১৬) https://old.dhakatimes24.com/2016/01/06/97549/print

২৮. Chowdhury, Indira, et al, *Lessons in Living: Stories from the Life of Triguna Sen.* National Council of Education, Bengal, Kolkata, 2018, p. 27

২৯. Sarkar, Benoy Kumar. *op.cit., pp.* 345-49

৩০. Anonymous author, "TRIGUNA", *Dr. Triguna Sen : Man And His Work,* ed. S. C. Sen Gupta & Others, Jadavpur University press, Calcutta, 1967, p. 2

৩১. Dutta, Satyabrata *Dr. Triguna Sen: A profile in Parliament (1967-1974),* NCE, Bengal, Calcutta, 2008, p. 216

৩২. *Lessons in Living, op.cit.,* p. 53

৩৩. বসু, অঞ্জলি (সম্পা.), *সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান,* সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ১৫৮

৩৪. *The Lamp in the Lotus, op.cit.,* pp. 26-27

৩৫. মুখোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার, *জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি,* বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ১৯৭৯, পৃ. ১৮

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩৬. *Memorabilia: Dr.Triguna Sen a collection of reminiscences of Dr.Triguna Sen from his students, colleagues, admirers and acquaintances possessed because of their association with this great memorable luminary in the academic world,* Alumni Association, NCE Bengal & Jadavpur University, kolkata, 2005, p. 8

৩৭. *Lessons in Living, op.cit.,* pp. 40

৩৮. Mukherjee, Tapan Kumar. *Taraknath Das Life and Letters of A Revolutionary in Exile*, National Council of Education Bengal, Calcutta, 1998, p. 78

৩৯. Anonymous author, "TRIGUNA", *op.cit.,* p. 3

৪০. দে, অমলেন্দু, *অনুশীলন সমিতির ইতিহাস,* অনুশীলন সমিতি শতবর্ষ উদযাপন কমিটি, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৬১

৪১. Manna, Animesh. 'Socio Political View of Dr. Triguna Sen: A Critical Analysis', *International Research Journal of Management Sociology & Humanity,* vol. 14, No. 5, (2023), p. 438

৪২. ওয়াজেদ, জাফর, "মুক্তিযুদ্ধের নেপথ্যচারী ত্রিগুণা সেন", *সংবাদ সারাবেলা, ঢাকা,* (এপ্রিল ৩০, ২০২২)। https://sangbadsarabela.com/special/article/8055/%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A6%A5%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%97%E0%A7%81%E0%A6%A3%E0%A6%BE-%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8

৪৩. Letter to Shri Y. V. Naranje, *Lessons in Living, op.cit.,* p. 66

৪৪. *Ibid*

৪৫. Sarkar, Benoy Kumar. *op.cit.,* p. 60

৪৬. Anonymous author, "TRIGUNA", *op.cit.,* p. 3

৪৭. Letter to Shri Y. V. Naranje, *Lessons in Living, op.cit.,* p. 66

৪৮. *Ibid,* p. 77

৪৯. Bhattacharyya, Amit. *Swadeshi Enterprise in Bengal 1921-47,* Setu Prakashani, kolkata, 2007, p. 190

৫০. Mukherjee, Amitabha. *Fifty Years of National Education: The Story of an Experiment,* NCE, Bengal, Calcutta, 1992, p. 150

৫১. Chanda, Bimal. "Dr. T. Sen and My Alma Mater", *Dr. Triguna Sen: Man and His Work*, *op.cit.,* p. 19

৫২. Mukherjee, Amitabha. *op.cit.,* pp. 149-50

৫৩. Sarkar, Benoy Kumar. op.cit., p. 63

৫৪. *Ibid,* p. 36

৫৫. দে, রমাপ্রসাদ, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯১

৫৬. *Lessons in Living, op.cit.,* p. 78

৫৭. *Ibid*

৫৮. Sen, Triguna. "Vijaya Greetings to Students, Teachers and Office Staff of Jadavpur University", *op.cit.,* pp. 115-16

৫৯. দে, রমাপ্রসাদ, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯১

৬০. *Lessons in Living, op.cit.,* p. 78

৬১. *Ibid, p. 82*

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 95
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 820
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৬২. দত্ত, দেবব্রত, *বিজয়গড় একটি উদ্বাস্তু উপনিবেশ*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০১, পৃ. ৬১
৬৩. Sarkar, Benoy Kumar. op.cit., p. 319
৬৪. Gopal, S. *selected works of Jawaharlal Nehru.* vol. 8, Orient Longman, New Delhi, 1972, pp. 807-08
৬৫. *The Lamp in the Lotus, op.cit.,* p. 34
৬৬. দে, রমাপ্রসাদ, *যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎস সন্ধানে, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৯২
৬৭. *West Bengal Act XXXIII of 1955*, Calcutta Gazette, 14 November, 1955, পৃ. ১
৬৮. Mukherjee, Amitabha. *op.cit.,* pp. 178-80
৬৯. ভট্টাচার্য, অমিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: ইতিহাসে ও ব্যক্তিদর্পনে, *প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০
৭০. *The Lamp in The Lotus, op.cit.,* pp. 47-51
৭১. *Lessons in Living, op.cit.,* pp. 89-90
৭২. Guha, P. K. "Dr. Triguna Sen: A Master-Builder", *Dr. Triguna Sen: Man and His Work, op.cit.,* p. 8
৭৩. *Lessons in Living, op.cit.,* p. 152
৭৪. ঘোষ, অতুল্য, *কষ্ট কল্পিত*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, কলকাতা, ২০০৩, পৃ. ৩৩১
৭৫. *Lessons in Living, op.cit.,* p. 152
৭৬. Education and National Development, *Report of the Education Commission 1946-66,* vol. 1, (Delhi: National Council of Education Research and Training,1970), Appendix ll, p. 260
৭৭. *Ibid*, Appendix lV, pp. 273-74
৭৮. সম্পাদকীয় প্রবন্ধ: "কলকাতার কড়চা: জীবন থেকে শিক্ষা", *আনন্দবাজার পত্রিকা,* (জুলাই ৯, ২০১৮) ।https://www.anandabazar.com/west-bengal/kolkata/kolkatar-korcha-triguna-sen-the-first-vice-chancellor-of-jadavpur-university-1.829101
৭৯. *তদেব*
৮০. *Lessons in Living, op.cit.,* pp. 123-24
৮১. Dutta, Satyabrata. *op.cit.,* p. 11
৮২. Mahmood, M. 'Language Politics And Higher Education In India', *The Indian Journal of Political Science,* Vol. 35, No. 3, (1974), p. 285
৮৩. Editorial: "Varsity teaching in local languages", *The Hindu*, (July 19, 1967) https://www.thehindu.com/archive/varsity-teaching-in-local-languages/article19303139.ece
৮৪. সেনগুপ্ত, বরুন, *ইন্দিরা একাদশী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৭৭৭, পৃ. ৫৯
৮৫. Dutta, Satyabrata. *op.cit.,* pp. 23-24
৮৬. *তদেব*
৮৭. আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ.পৃ. ৬৩-৬৪
৮৮. মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ, "আচার্য ত্রিগুণা সেন : স্মৃতিতর্পণ", *সময়কাল ও মূল্যবোধের সংকট*, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.পৃ. ৭-৮
৮৯. *Lessons in Living, op.cit.,* p. 198
৯০. *Ibid,* p. 19